দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 AUG 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল নেতাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার দাবী

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

বিএনপি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নীরুসহ ৯ জন নেতার বহিষ্কারাদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের সামনে আমরণ অনশনরত ছাত্র দল কর্মীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে গিয়ে গতকাল দুপুরে সেখানে ভাষণ দানকালে তিনি এ আহবান জানান। তিনি বলেন, বহিষ্কারাদেশ সম্পূর্ণ অবৈধ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রধান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নানকে তিনি স্বৈরাচারী সরকারের সহায়তাকারী আখ্যায়িত করে বলেন, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে

৭ এর পৃষ্ঠায় দেখুন

092

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ বহিষ্কারাদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দাবী আদায়ের জন্য অনশনরত ছাত্রদল কর্মীদের কোন অঘটন ঘটলে জাতীয়তাবাদী দল তা কোনক্রমেই বরদাশত করবে না। তিনি দাবী মেনে নিয়ে অনশনকারীদের জীবন রক্ষা ও অসুস্থতা থেকে রেহাই দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বৃহত্তর অংশের মতামত অনুযায়ী এর প্রশাসন চলবে। অন্য কোন স্থানের হস্তক্ষেপ বরদাশত করা হবে না। তিনি বলেন, যদি কর্তৃপক্ষ বৃহত্তর অংশের মতামত অনুযায়ী এ ষড়যন্ত্রমূলক অবৈধ বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে জাতীয়তাবাদী দল এর বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবে। বেগম জিয়া বলেন, জাতীয়তাবাদী দল ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ কোনপ্রকার সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়, আন্দোলনে বিশ্বাসী। তাই স্বৈরাচারী সরকার ও বিভিন্ন মহল সব সময় জাতীয়তাবাদী দল ও অংগ সংগঠনগুলোর শক্তিতে ভীত হয়ে এসবের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে সানাউল হক নীরু, ইলিয়াস, মালেক, অভি, শফিক, শহীদসহ ৯ জন ছাত্র দল নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বেগম জিয়ার সেখানে বিএনপি মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদারও বক্তৃতা করেন।

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্র দলের ১০৪ জন কর্মী গত রোববার দুপুরে এ আমরণ অনশন শুরু করে। অনশনকারীদের মধ্যে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৭ জন অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

ছাত্রদল অনশনের সমর্থনে গতকালও ক্যাম্পাসে বিরাট মিছিল বের করে। মিছিলে বেগম খালেদা জিয়া ও ব্যারিস্টার সালাম তালুকদারও অংশ নেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পরে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। প্রেসক্লাবের সমাবেশে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, প্রচার সম্পাদক ফজলুল হক মিলন এবং তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক নাজীম উদ্দিন আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গতকালও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনশনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে দাবী মেনে নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন— জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ সংবাদদাতা জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্ট ডঃ খোদাদাদ খান, শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট জনাব আবু জাফর, মহসীন হলের প্রভোস্ট প্রফেসর এস এম এ ফয়েজ, রোকেয়া হলের প্রভোস্ট ডঃ নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেছা, কবি জসিমুদ্দিন হলের প্রভোস্ট প্রফেসর কে বাকের, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমদ, সাংবাদিকতা বিভাগের জনাব আনিসুর রহমান, চারুকলা ইন্সটিটিউটের মিসেস শামীম শিকদার, জাতীয় আইনজীবী সমিতির মহাসচিব জনাব শাহ খসরুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গবেষণা অফিসার জনাব তারিকুল আলম, ইয়ং মুসলিম সোসাইটির সভাপতি জনাব মেজবাহুর রহমান চৌধুরী, এডভোকেট রায়হান উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ অনশনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন।